ট্রান্সওয়ার্ল্ড রেডিও পুরুষদের জন্য প্রার্থনা ক্যালেন্ডার, এপ্রিল ২০২৪।

১. সিদ্ধান্ত - "তুমি দুরাচারদের বিষয়ে রুষ্ট হইও না; অধর্ম্মাচারীদের প্রতি ঈর্ষা করিও না। সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাক, তাঁহার পথে চল; তাহাতে তিনি তোমাকে দেশের অধিকার ভোগের জন্য উন্নত করিবেন। কিন্তু ধার্ম্মিকদের পরিত্রাণ সদাপ্রভু হইতে, তিনি সঙ্কটকালে তাহাদের দৃঢ় দুর্গ। সদাপ্রভু তাহাদের সাহায্য করেন, তাহাদিগকে রক্ষা করেন।" (গীতসংহিতা ৩৭:১,৩৪,৩৯,৪০)।

২. উপাসনা - "হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তোমার আবাস কেমন প্রিয়।" (গীতসংহিতা ৮৪:১)। পুরুষেরা হচ্ছেন তাঁদের গৃহের জন্য আত্মিক নেতা আর একটি উদাহরণ স্থাপন করার উদ্দেশে এবং উপাসনা গৃহে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যাবার জন্য তাঁদের আহবান করা হয়েছে। প্রভু, প্রার্থনা করি যে আপনার প্রতি প্রেম এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে সহভাগিতার আনন্দ প্রতিটি খ্রীষ্টান মানুষের হৃদয়ে শক্তিশালী হোক।

৩. অবস্থান - প্রভুর বাক্যের সঠিক উপলব্ধি একটি আনন্দদায়ক ও সমন্বয়পূর্ণ বিবাহিত জীবনের দিকে চালিত করে। এই বিষয়টি আমরা ইফিষীয় ৫:২৫এ যথার্থ ভাবে বুঝতে পারি, "স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেইরূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন"। প্রভু আমাদের স্বার্থপরতা থেকে আমাদের মুক্ত করুন; আমাদের এমন পুরুষ করে গঠন করুন যারা আপনার ন্যায় প্রেমে আমাদের স্ত্রীদের প্রেম করতে পারি।

৪. দিশা - GPS (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বা বিশ্বব্যাপী অবস্থান নির্নয় পদ্ধতি) আমাদের দিক নির্দেশ করতে আর ঠিকানা খুঁজতে সাহায্য করে এবং এটি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু তবু এখনো কত মানুষের জীবনের চূড়ান্ত পথ খুঁজে নেওয়া বাকি আছে। বাইবেল হচ্ছে অনন্তজীবন খুঁজে পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের GPS। এটা ব্যবহার করতে শিখুন। "তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলোক"(গীতসংহিতা ১১৯:১০৫)।

৫. কেবল একবার ডাকা বাকি - "আর সঙ্কটের দিনে আমাকে ডাকিও; আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, ও তুমি আমার গৌরব করিবে" (গীতসংহিতা ৫০:১৫)। যখন আমরা আমাদের অসম্ভবতাকে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান হাতের নিচে রাখি, তিনি তখন আমাদের উদ্ধার করেন। তিনি আমাদের কষ্ট আমাদের উদ্বেগকে মুক্তি এবং প্রশংসার অবকাশে পরিবর্তন করতে চান।

৬. স্তবের বলি - "যে ব্যক্তি স্তবের বলি উৎসর্গ করে, সেই আমার গৌরব করে; যে ব্যক্তি নিজ পথ সরল করে, তাহাকে আমি ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখাইব" (গীতসংহিতা ৫০:২৩)। তাঁর সমাধান দেখার আগেই ঈশ্বরের ধন্যবাদ দেওয়া তাঁর প্রতি আমাদের প্রেম ও নির্ভরতা আরও শক্তিশালী করে তোলে। যাঁরা তাঁর অপেক্ষা করেন ঈশ্বর তাঁদের লজ্জিত করবেন না। (গীতসংহিতা ২৫:৩)

৭. করুণা - "তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও" (লূক ৬:৩৬)। ঈশ্বর যেমন আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, আমাদেরও উচিৎ একইরকম ব্যবহার অন্যদের সঙ্গে করা। এটাই হচ্ছে সম্পর্ককে নুতন ও শক্তিশালী করার প্রধান উপায়। এমন একজন মানুষ হোন যিনি ঈশ্বরের চোখ দিয়ে অন্যদের দেখেন। তিনি তাদের প্রেম করেন আর তাঁর প্রেম তাদের কাছে প্রদর্শন করার আকাঙ্খা করেন।

৮. প্রশাসক - "আমি যে পর্য্যন্ত না আসি, ব্যবসায় কর" (লূক ১৯:১৩খ)। ঈশ্বর আমাদের সমস্ত সম্পত্তি আমাদেরকে দান করেছেন। আর আমরা ভালো এবং বিশ্বস্ত প্রশাসক হিসাবে সেগুলিকে ঈশ্বরের রাজ্যে উপভোগ করবো, ব্যবহার করবো এবং বিনিয়োগ করবো।

৯. সম্মান - স্বামীরা, তাদের স্ত্রীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হন এবং সম্মান করুক, কেননা তাদের মতই স্ত্রীদেরও একই রকম জীবনের পুরস্কার আছে। তাদের একত্রিত প্রার্থনায় যেন কোনো বাধা না সৃষ্টি হয়। স্বামীরা যখন স্ত্রীদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হয়, তারা ঈশ্বরকে সম্মানিত করে। (১ পিতর ৩:৭)

১০. রূপান্তর - আপনাকে যীশু খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তর করতে পবিত্র আত্মা খুবই আগ্রহী, কিন্তু আপনার জীবনে পবিত্র আত্মা কতটা প্রভাব ফেলবে সেই বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আপনার আছে। প্রার্থনা করুন যাতে আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তাকে আপনার জীবনের যথেষ্ঠ স্থান ছেড়ে দিতে পারেন যাতে তিনি তাঁর প্রতিমূর্তিতে আপনাকে রূপান্তরিত করতে পারেন। (ইফিষীয় ৫:১৮)

১১. প্রার্থনা - যিহূদা যীশুকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করার ঠিক আগে, তিনি তাঁর শিষ্যদের এবং ভবিষ্যতের বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (যোহন ১৭:২০)। আজ প্রার্থনা করুন যেন আরও অনেক মানুষ যীশুকে তাঁদের প্রভু ও পরিত্রাতা বলে স্বীকার করতে পারেন আর প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বরের রাজ্যের এক ভালো রাজদূত হতে তিনি আপনাকে সাহায্য করেন।

১২. সহভাগিতা - এক টুকরো কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো অসম্ভব ব্যাপার। আগুন জ্বালাতে অনেকগুলো কাঠের টুকরোর প্রয়োজন হয়। একইভাবে খ্রীষ্টের অনুসারী হতে আমাদের একে অপরের প্রয়োজন হয়। অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে আত্মিক সহভাগিতা গড়ে তুলবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিন। (প্রেরিত ২:৪২)

১৩. প্রার্থনার উত্তর - আপনি যদি যীশুকে আপনার প্রতিবেশীকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেন, তাহলে সচেতন হোন যে প্রভু হয়ত তাঁর হয়ে আপনাকে সেই প্রতিবেশীর সাথে সাক্ষাৎ করতে বলবেন। তাঁর প্রত্যাবর্তন না করা পর্য্যন্ত আপনি তাঁর অনুসারী হিসাবে এই জগতে তাঁর হাত ও পা হয়ে কাজ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন, এই জন্য আজ তাঁকে ধন্যবাদ দিন। (যিশাইয় ৫২:৭)

১৪. নেতৃত্ব দেওয়া - আমরা পুরুষেরা আমাদের পরিবারের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অধিকার প্রাপ্ত হয়েছি। প্রার্থনা করুন যেন খ্রীষ্টবিশ্বাসী পুরুষেরা খ্রীষ্টের স্থায়ী জীবনের কাছে আত্মসমপর্ণ করতে শিখি (যোহন ১৫ অধ্যায়), এবং তাঁর জীবনকে ব্যক্তিগত সততার ক্ষুদ্রতম বিষয়েও প্রভাহিত হতে দেন, যাতে তাঁর গৌরবার্থে ব্যক্তিগত এবং প্রকাশ্যে উদাহরণ সহ আমরা আমাদের পরিবারকে নেতৃত্ব দিতে পারি।

১৫. প্রলোভন - আমরা যাকে "গুরু পাপ" বলি সেখান থেকে শুরু করে যাকে আমরা "লঘু পাপ" বলি এইগুলো সবই বিভিন্ন আকার ও আয়তনে আসে। প্রার্থনা করুন যেন আমরা যেমন অশ্লীল রচনা আর আইনসিদ্ধ চুরির প্রতি সংবেদনশীল হই তেমন একইরকম ভাবে তুচ্ছ "মিথ্যে কথা"র প্রতিও হতে পারি। যীশু বলেছেন: "যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে প্রচুর বিষয়েও বিশ্বস্ত; আর যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অধার্ম্মিক, সে প্রচুর বিষয়েও অধার্ম্মিক" (লূক ১৬:১০)।

১৬. চরিত্র - আমরা একান্তে সত্যি করে যা করি সেটাই হলো আমাদের চরিত্র। প্রার্থনা করুন আপনি একান্তে যেমন অবিচলিত ঠিক তেমনই যেন প্রকাশ্যে হতে পারেন যাতে আপনার জীবন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে না থাকে, কিন্তু প্রভুর দৃষ্টিতে আপনি জীবনযাপন করেন। ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন, "তুমি আমার সাক্ষাতে গমনাগমন করিয়া সিদ্ধ (পরিপক্ক, সম্পূর্ণ) হও"(আদিপুস্তক ১৭:১)।

১৭. দুশ্চিন্তা করা - অনেক পুরুষমানুষেরা দুশ্চিন্তা করেন। আমরা ভয় পেয়ে যাই যখন আমরা দেখি - বেকারত্বের হার বৃদ্ধি হতে, মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যেতে, এবং বয়স যখন বাড়তে থাকে। প্রার্থনা করুন যেন আপনি আপনার যোগানদাতা হিসাবে প্রভুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে তুলতে পারেন। কঠোর পরিশ্রম করার সময়ে এবং একটা ভালো কার্য্যনীতি ও ব্যয়ের অভ্যাস বজায় রাখার জন্য আপনি যা করতে পারেন সেটা করার সময়ে প্রথমেই আপনি প্রভুর উপরে নির্ভর করুন। (মথি ৬:২৫-৩৪)

১৮. একটি সুনাম - সততা ও চরিত্র সময়ের সাথে সাথে তৈরী হয় কিন্তু এক রাতে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আপনার জীবনে ঈশ্বর যা বিনিয়োগ করেছেন তার মূল্য দিন আর সেটা রক্ষা করুন। সতর্ক হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন যাতে আপনি "সুখ্যাতি" লাভ করতে পারেন, যা প্রচুর ধনসম্পত্তির থেকে বেশী মূল্যবান। (হিতোপদেশ ২২:১)

১৯. মনোভাব - স্বর্গীয় পিতা, যে সময়ে জগতে এত রকম নেতিবাচক বিষয় হচ্ছে তখন কৃতজ্ঞ হওয়া খুবই কঠিন। তবু, আপনার ইচ্ছায় প্রতিটি বিষয়ের জন্য যেন ধন্যবাদ দিতে পারি। সুতরাং, যেহেতু আমি খ্রীষ্টের সাথে একাত্ম হয়ে আছি, আমি যাতে কৃতজ্ঞ হতে পারি তার জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করি। আমি আপনার উপরে নির্ভর করি যাতে যা কিছু আমার সামনে আসে তা মোকাবিলা করবার জন্য আমি সক্ষম হই। (১ থিষলনীকীয় ৫:১৮)

২০. ধৈর্য্য - হে প্রভু, অনেক সময়ে আমি অধৈর্য্য হয়ে পড়ি। আমি স্বীকার করি যে আমি অধৈর্য্য হয়ে আমার নিজের চেষ্টায় সমস্ত বিষয়গুলিকে কার্য্যকর করার চেষ্টা করি কিন্তু, অনিবার্য্য ভাবে আমি বিফল হই। যাইহোক, আপনার বাক্য আমাকে বলে যে আমাকে প্রার্থনা করতে হবে যাতে আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে পারি। অনুগ্রহ করে আমাকে বিশ্বাসের দ্বারা সাহসের সাথে আপনার আত্মাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করুন। (ইব্রীয় ১০:৩৫-৩৬)

২১. নিখুঁত সময়জ্ঞান - প্রিয়তম প্রভু, আমি কখনো কোনো কাজ আগে করে ফেলি, কখন কোনো কাজ করতে আমার দেরী হয়ে যায়, কিন্তু আপনি সবসময়ে ঠিক সময়মত সবকিছু করেন। আমাকে আপনার আত্মা দ্বারা চালিত করুন যাতে আপনি যখন যেতে বলেবেন, তাখনই আমি যাই, যখন থামতে বলবেন তখনই আমি থামি আর যখন অপেক্ষা করতে বলবেন তখনই আমি অপেক্ষা করি। প্রভু, আপনাকে ধন্যবাদ দিই যে আপনি আপনার নিখুঁত সময়জ্ঞানে আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন! (গালাতীয় ৪:৪)

২২. উপাসনার আহবান - হে ঈশ্বর এই মহাবিশ্বের সার্বভৌম শাসনকর্তা হিসাবে একমাত্র আপনিই হচ্ছেন আরাধনার যোগ্য। আমি বিশ্বাস করি যে আপনি আত্মায় ও সত্যে আপনার উপাসনা করতে আমাকে সক্ষম করেছেন। আমাকে কেবল আমার বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু আমার কার্য্য দ্বারা আপনার উপাসনা করতে দিন। আমাকে আপনার অনুগ্রহ দান করুন যাতে আমি স্বেচ্ছায়, অবিলম্বে, এবং সম্পূর্ণ ভাবে আপনার আত্মার চালনা অনুসরণ করতে পারি। (মথি ২:১-২)

২৩. ক্রোধ থেকে ধার্মিকতা - হে ঈশ্বর, আমি যেদিকে তাকাই সেদিকেই মানুষকে ক্রুদ্ধ হয়ে থাকতে দেখি – আমিও এর বাইরে নই। আমি জনি যে মানুষের ক্রোধ কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে না। আমার রাগ, রোষ, ক্রোধের প্রতিক্রিয়াগুলির জন্য আমি অনুশোচনা করছি। আমি যীশুর নামে সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করছি। সমস্ত নেতিবাচক বিষয়গুলির প্রতি আমার যেন ধার্মিক প্রতিক্রিয়া হয়। (যাকোব ১:২০)

২৪. কার্যকারী - "ধার্ম্মিকের বিনতি কার্য্যসাধনে মহাশক্তিযুক্ত" (যাকোব ৫:১৬খ)। ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর কাজে অংশগ্রহণ করি। তিনি আমাদের আহবান করেন যেন আমরা কী ভাবে

প্রার্থনা করবো তা জানতে তাঁর আত্মার পরিচালনার জন্য প্রার্থনা করি। তিনি সেই ধরণের প্রার্থনা শ্রবণ করেন!

২৫. ঈশ্বরের ভয় - "যেহেতুক সকলই তাঁহা হইতে ও তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত। যুগে যুগে তাঁহারই গৌরব হউক। আমেন।" (রোমীয় ১১:৩৬)। আমরা যে পরিমাণে ঈশ্বরের বাক্যে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করবো, আমরা সেই একই পরিমাণে তাঁর শক্তি ও পবিত্রতা সম্পর্কে আশ্চর্য্যান্বিত হবো। প্রার্থনা করুন যেন আপনি ঈশ্বর ভয়ের সেই বিস্ময় ও গভীরতা উপলব্ধি করতে পারেন যা আপনাকে তাঁর চরণে সমর্পিত হতে সাহায্য করবে।

২৬. শত্রুকে প্রেম - "কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও" (মথি ৫:৪৪)। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন কাজ করা কার্য্যত অসম্ভব। কিন্তু সেই রকম প্রেম কেমন ভাবে করতে হয় সেটা যীশু দেখিয়েছেন। আমরা যখন তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকবো, তাঁর শক্তি আমাদের তাঁর ইচ্ছানুসারে কাজ করতে আর শত্রুকে প্রেম করতে সক্ষম করেন।

২৭. সম্পদ - "পরে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, সাবধান, সর্ব্বপ্রকার লোভ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিও, কেননা উপচিয়া পড়িলেও মনুষ্যের সম্পত্তিতে তাহার জীবন হয় না" (লূক ১২:১৫)। বহুবার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের বন্টনের সময়ে লোভবশত ভাইরা একে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যীশু যে কথা সেদিন বলেছিলেন তা যেন আপনার জন্যেও একটা সতর্কবার্তা হয়।

২৮. স্ব-আধিপত্য - "তোমাদের প্রত্যেক জন যেন.....পবিত্রতায় ও সমাদরে নিজ নিজ পাত্র লাভ করিতে জানে"(১ থিষলনীকীয় ৪:৪-৫)। যীশু আমাদেরই মতো একজন পুরুষ মানুষ ছিলেন কিন্তু তিনি সমস্ত প্রলোভন জয় করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছিলেন। আমরাও প্রলোভনের আক্রমণ সহ্য করতে পারি আর আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি যদি আমরা স্বেচ্ছায় তাঁর প্রতি সমর্পিত হই।

২৯. নিরক্ষণ - ঈশ্বরের কার্য্য নিরীক্ষণ কর, কারণ তিনি যাহা বক্র করিয়াছেন, তাহা সরল করিতে কাহার সাধ্য? সুখের দিনে সুখী হও, এবং দুঃখের দিনে দেখ, ঈশ্বর ইহা ও উহা পার্শ্বাপার্শ্বি রাখিয়াছেন,....." (উপদেশক ৭:১৩-১৪)। আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরের জন্য জীবনযাপন করা। সুতরাং, যা কিছু জীবনে আসুক না কেন, প্রার্থনা করুন যেন তাঁর কাছে থাকতে পারেন।

৩০. যুদ্ধ - "আর তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনিবে; দেখিও, ব্যাকুল হইও না; কেননা এ সকল অবশ্যই ঘটিবে, কিন্তু তখনও শেষ নয়"(মথি ২৪:৬)। জগতের ঘটনাসমূহ এটাই প্রমাণ করছে যে খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তন আসন্ন। সুতরাং, আমাদের প্রভুর আগমনের বিষয় আমরা আরও বেশী করে আমাদের লক্ষ্য স্থির করি এবং আনন্দ সহকারে বিশ্বস্ত ভাবে তাঁর সেবা করি।